উদাসীনতায় তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলার জয়রথ

ইমদাদুল হক

সৃষ্টির আদি থেকেই যোগাযোগের অন্যতম বাহন ভাষা। এ ভাষা আমাদের আত্মপরিচয়ের এক স্মারক। একটি ভাসমান অবস্থা থেকে সংহতি, স্থিতি এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে অনন্য ভূমিকা রেখেছে আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা। এজন্য বুকের রক্ত ঝরাতে হয়েছে। শাহাদাতবরণ করতে হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের ৬১তম বছরে ভাষার ভেলায় চড়ে যোগাযোগ প্রযুক্তির এই স্বর্ণযুগে কতদূর এগিয়েছি, সময় এসেছে তার হিসাব কষার। ভাবতে হচ্ছে যন্ত্র ও মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন রচনায় যান্ত্রিক ও মানবিক ভাষার মধ্যে সম্মিলন নিয়ে।

প্রযুক্তি ভাষাকে দিয়েছে গতিময়তা। ভিনদেশী ভাষা বোধগম্যের অপূর্ব সুযোগ। সময় এসেছে এই সুযোগকে কতটা কাজে লাগাতে পেরেছি তা খতিয়ে দেখার। হেলায় মুখ থুবড়ে পড়ছে না তো আমাদের ডিজিটাল অক্ষর কার্যক্রম। প্রাতিষ্ঠানিক বা সরকারি পর্যায়ে এই যাত্রা ততটা বেগ না পেলেও ব্যক্তি আবেগে এগিয়ে চলছে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলার অগ্রযাত্রা। দেরিতে হলেও সময়ের সাথে চলতে প্রযুক্তিতে বাংলাভাষা প্রয়োগের কাজ হাতে নিয়েছে সরকার। ইতোমধ্যেই আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি প্রযুক্তিতে বাংলাভাষার সফল প্রয়োগ পুরোপুরি সম্ভব। আর তা সম্ভব হওয়ার পেছনে মূল কারণ বাংলাভাষা কোনো অবৈজ্ঞানিক ভাষা নয়।

ব্যক্তি উদ্যোগে চলছে এখনও

বাংলাভাষার প্রকাশক্ষমতা আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজির চেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধতর বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এর ব্যবহারযোগ্যতা আজ সব মহলে স্বীকৃত। বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছে সব ভাষার হরফকে লালন করার অন্যতম প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট। তবে বাংলাভাষার প্রাযুক্তিক ব্যবহার আরও উন্নততর করার ব্যাপারে এ প্রতিষ্ঠান তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়নি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল এবং ভাষাগবেষণায় নিবেদিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমীর মধ্যে সমন্বয়হীনতায় মন্থর আজ প্রযুক্তিতে বাংলা ব্যবহারের গতি। তবে থেমে নেই। ব্যক্তি-উদ্যোগেই নীরবে বাড়ছে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ব্যবহারের কাজ। তবে সুনির্দিষ্ট কোনো তত্ত্বাবধায়ক না থাকা, সমন্বয়হীনতা এবং বাণিজ্যিকীকরণ মানসিকতায় ঈপ্সিত ফল লাভ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এই যেমন এক দশক ধরে এ নিয়ে কাজ হলেও বাংলাভাষার ব্যবহার তথ্যপ্রযুক্তির সব ক্ষেত্রে এখনও পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা পেলেও বাংলাভাষা দেশের তথ্যপ্রযুক্তিতে এখনও উপেক্ষিত। সরকারি ওয়েবসাইটগুলোর বেশিরভাগই ইংরেজিতে। তত্ত্বাবধায়ক সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় ডট বাংলা ডোমেইন বরাদ্দ হওয়ার পরও বাংলাদেশ তা নিতে পারছে না। আজও আমরা অনলাইনে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারিনি। এখনও শুধু ডটবিডি ডোমেইন নামটি টপ লেভেল ডোমেইন হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না। সহজে বিটিসিএল থেকে এ ডোমেইনটি কেনার সুযোগ না থাকায় দেশের বেশিরভাগ ডোমেইন ডটকম, ডটনেট বা ডটঅর্গে সীমাবদ্ধ থাকছে। অথবা সাব ডোমেইন হিসেবে ডটবিডি ব্যবহার করতে হচ্ছে।

এ ক ই ভা বে বাংলাভাষায় ইন্টারনেটে ডোমেইন (বাংলায় ওয়েব ঠিকানা লিখতে) ডটবাংলা বাংলাদেশ বরাদ্দ পেলেও তত্ত্বাবধায়ক ঠিক না হওয়ায় চূড়ান্তভাবে এখনও এটি পায়নি বাংলাদেশ। ডাক ও টে লি যো গা যো গ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এ তিনটির মধ্যে কে তত্ত্বাবধান করবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সরকার। ভাষার মাস এই ফেব্রুয়ারিতেও তাই চালু হচ্ছে না ডটবাংলা ডোমেইন।

ওয়েবসাইটের ডোমেইন নেম সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণীমূলক যাবতীয় কাজ করে থাকে ইন্টারন্যাশনাল করপোরেশন ফর অ্যাসাইন্ড নেমস অ্যান্ড নাম্বারস (আইসিএএনএন)। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি অনলাইনে এ সম্পর্কিত একটি আবেদন করেন। আইসিএএনএন বাংলাভাষার জন্য স্ট্রিং ইভ্যালুয়েশন (বাংলা অক্ষরগুলো চেনার জন্য নির্দিষ্ট কোড) (আইডিএন সিসিটিএলডি) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ইন্টারনেট অ্যাসাইন্ড নাম্বারস অথরিটি (আইএএনএ) বাংলার জন্য কোডটি (আইডিএন সিসিটিএলডি) অনুমোদনও (ডিএনস রুট জোনে ডেলিগেট) করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ঠিক না হওয়ায় বিষয়টি ঝুলে আছে বলে নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরামের মহাসচিব এম. এ. হক অনু। তিনি বলেন, এটি চালু হলে বিশ্বের সব বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বাংলায় নিজ নিজ ও য়ে ব সা ই টে র ডোমেইন নেম নিবন্ধন করে ইন্টারনেটে প্রকাশ করতে পারবে।

অনলাইনে বাংলা কনটেন্টের দৈন্যও এখন প্রকট। লিনআক্স ছাড়া সব অপারেটিং সিস্টেম ইংরেজিতে (যদিও বাংলা সমর্থিত), ইউনিকোডে না লিখে এখনও বাংলায় কোনো সার্চ ইঞ্জিনে তথ্য সার্চ দেয়া যায় না। অথচ তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানালেন এসবের ৩০ শতাংশ কাজ করা আছে, ৭০ শতাংশ কাজ করলেই তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা আরও সমৃদ্ধ হবে। এ প্রসঙ্গে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ পরামর্শক মুনির হাসান জানান, তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাভাষার অবস্থান ও ব্যবহার এখন অনেক ভালো। তবে তিনি কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের ওসিআর ▸

(অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন), বাংলা অভিধান, স্পেল চেকার, টেক্সট টু স্পিচ, স্পিচ টু টেক্সট এবং স্ক্রিপ্ট ফন্ট (বাংলায় সনদ লেখার জন্য) নেই। এসবের অনেকাংশ প্রস্তুত থাকলেও শেষ করা যাচ্ছে না। শেষ করা হলে বাংলার অবস্থান তথ্যপ্রযুক্তিতে আরও ভালো হবে।

বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল সূত্রে জানা গেছে, ওসিআর, বাংলা অভিধান, স্পেল চেকার, টেক্সট টু স্পিচ, স্পিচ টু টেক্সট এবং স্ক্রিপ্ট ফন্ট তৈরির দায়িত্ব বাংলা একাডেমীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। এজন্য মন্ত্রণালয়ে একটি বৈঠক করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলা একাডেমীর ডিজিকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি মাস তিনেক আগে সভা করে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ দেয়। তিন মাস হয়ে গেলেও ওই কাজের কোনো অগ্রগতি নেই বলে সূত্র জানায়।

ওয়েবে এখনও বাংলা পায়নি যোগ্য সমাদর

বাংলাভাষার জন্য আত্মত্যাগের ঘটনাটিকে পুরো বিশ্ববাসীর কাছে স্মরণীয় করতে ১৯৯৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ থেকে জাতিসংঘে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠির মাধ্যমে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই প্যারিসে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সভায় ভাষার জন্য এই আত্মত্যাগের ঘটনাটিকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেয় এবং ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এর ফলে পরের বছর থেকে বিশ্বের ১৮৮টি দেশ একযোগে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। কিন্তু দেশে এখনও তথ্যপ্রযুক্তির সব ক্ষেত্রে বাংলার প্রচলন শুরু হয়নি।

সরকারি ওয়েবসাইটগুলোর বেশিরভাগই ইংরেজিতে। দুয়েকটিতে রয়েছে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা সংস্করণ। সাইটগুলোতে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে ইংরেজি ভাষা। কোনো এক কোণে থাকে 'বাংলা'। সেখানে ক্লিক করে ঢুকতে হয় বাংলা সংস্করণে। তবে খোদ তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাইট সম্পূর্ণ ইংরেজিতে। এ সাইটের কোনো বাংলা সংস্করণ নেই। এ বিষয়ে বিশিষ্ট তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, এখনও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা ব্রিটিশ আমলের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি।

তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা ও বেশিরভাগ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে ইংরেজি ভাষার আধিক্যের বিষয়ে জানতে চাইলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিমন্ত্রী মোস্তাফা ফারুক মোহাম্মদ বলেন, বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিতে এসেছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলা একাডেমী বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে।

মোবাইল ফোনে বাংলা

বছর পেরিয়ে গেলেও সব মোবাইল ফোনে এখনও বাংলাভাষা পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি সরকার। বাংলা কি-প্যাড বা সফটওয়্যার ছাড়া মোবাইল ফোনসেট আমদানি নিষিদ্ধ হলেও দেশে দেদার ঢুকছে এসব সেট। নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির চেয়ারম্যান বলেছেন, এসব পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবে এর পরিমাণ অনেক কমে এসেছে।

গত বছরের ৩১ জানুয়ারির পর থেকে দেশে বাংলা কি-প্যাড বা সফটওয়্যার ছাড়া মোবাইল ফোন আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে নীতিমালা প্রকাশ করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। ওই নীতিমালায় মোবাইল ফোনসেট আমদানির ক্ষেত্রে বাংলা কি-প্যাড থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়। ভাষার মাসের প্রতি সম্মান জানিয়ে এ নিয়ম জারি হলেও সব ক্ষেত্রে মানা হয় না। কমিশনের যুক্তি ছিল সর্বস্তরে বাংলাভাষার প্রচলনে এ নীতিমালা একটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাদের যুক্তি ছিল, এটা হলে সাধারণ মানুষ আরও সহজে হ্যান্ডসেট ব্যবহার করতে পারবে এবং বাংলার প্রচলন হবে। তবে এর আওতামুক্ত ছিল স্মার্টফোন। স্মার্টফোনে বাংলাভাষা ব্যবহারে সফটওয়্যার সংক্রান্ত জটিলতার আশঙ্কায় এ নিয়ম শিথিল করে কমিশন। বলা হয়, পরে পর্যায়ক্রমে

স্মার্টফোনেও বাংলাভাষা বাধ্যতামূলক করা হবে। দেশীয় মোবাইল ফোন প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন ব্র্যান্ডের স্মার্ট মোবাইল ফোনেও বাংলা কি-প্যাড ও সফটওয়্যার ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন ওয়ালটনের অতিরিক্ত পরিচালক উদয় হাকিম।

কিন্তু এক ফেব্রুয়ারি পেরিয়ে আরেক ফেব্রুয়ারি এসে গেলেও বাজারে চলছে বাংলা কি-প্যাড বা সফটওয়্যার ছাড়া মোবাইল ফোনসেট। এ বিষয়ে মোবাইল ফোন ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সিম্ফোনি মোবাইলের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক রেজওয়ানুল হক বলেন, এখন বাংলা কি-প্যাড বা সফটওয়্যার ছাড়া মোবাইল ফোন আনা সম্ভব নয়। বিটিআরসি ও কাস্টমস অনুমতি দেবে না। তিনি দাবি করেন, বাংলা কি-প্যাড বা সফটওয়্যার ছাড়া এখন বাজারে কোনো মোবাইল ফোনসেট নেই। কিন্তু বাজার ঘুরে এ দাবির পক্ষে পুরোপুরি সত্যতা পাওয়া যায়নি। অনেক সেট আছে যেগুলোতে বাংলা নেই। এমনকি অনেক বড় মোবাইল ফোন প্রতিষ্ঠানের সেটেও বাংলা পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, বছরে ১৫ থেকে ২০ লাখ মোবাইল ফোন গ্রে মার্কেটে আসে (চোরাইপথে, লাগেজের ভেতরে), যা প্রতি মাসের হিসাবে প্রায় দেড় থেকে দুই লাখ। এগুলোতে বাংলা থাকছে না। তবে থাকছে নকল আইএমইআই (ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি)। সরকার আরও কঠোর না হলে এসব প্রতিরোধ করা যাবে না।

বিষয়টি স্বীকারও করেছেন বিটিআরসি চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস। তিনি বলেন, আমরা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি। আশা করছি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আমরা পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হব। তবে অবৈধ পথে দেশে মোবাইল ফোনসেট আসা রোধে তিনি সংশ্লিষ্ট সবাইকে নজরদারি বাড়ানোর আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ মোবাইল ফোন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা রফিকুল ইসলাম মনে করেন, একদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে না। ভাষার প্রতি সম্মান জানিয়ে সবাইকে এক হয়ে এ কাজটা করা দরকার। তবে পুরোপুরি বাস্তবায়নে আরও সময় দরকার বলে মনে করেন তিনি। তার ভাষায়, মোবাইল ফোনে বাংলা পুরোপুরি নিশ্চিত করা গেলে এর চাহিদা আরও বাড়বে। ফলে বিক্রিও বাড়বে। তিনি জানান, গ্রামাঞ্চলে মোবাইল ফোনের ঘনত্ব শহরের তুলনায় অনেক কম। এ ডিজিটাল বৈষম্য কমাতে পারে বাংলা মোবাইল ফোন। বাংলা অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন যেকেউ তখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তার প্রয়োজন মেটাতে পারবেন।

ইউএনএল স্বপ্নভঙ্গ

ইউএনএল (ইউনিভার্সাল নেটওয়ার্কিং ল্যাঙ্গুয়েজ) মানবসভ্যতার জন্য একটি অতুলনীয় অর্জন। এর বদৌলতেই আজ একটি ডিজিটাল ভাষার মাধ্যমে পৃথিবীর সব ভাষাভাষীর মানুষ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারছে নিজ ভাষার মাধ্যমে। প্রযুক্তিবিদদের মতে– লেখালেখি, গবেষণা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কূটনৈতিক যেকোনো যোগাযোগ এখন ইউএনএলের মাধ্যমে করা সম্ভব এবং তাৎক্ষণিকভাবে। এর জন্য বিদেশি ভাষা জানার দরকার নেই।

তবে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা পেতে হলে প্রাথমিক শর্ত হলো অনুবাদের সুবিধা পাওয়ার আগে ওই ভাষার সম্পূর্ণ একটি অভিধান ও ব্যাকরণকে ইউনিকোডে ব্যবহারের উপযুক্ত করে তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ এমন একটি নির্দেশাবলী তৈরি করতে হবে, যা যেকোনো ভাষাকে সেই নির্দেশাবলীর আওতায় ইপ্সিত ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারবে। যে কারণে এই সেবামূলক প্রকল্পে যে প্রতিষ্ঠান তার ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান তৈরি করতে পারবে, তারাই এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে। ইউএনএলের তত্ত্বাবধানে জাপান এই প্রকল্পের কাজ শুরু করে প্রায় ২০০ কমপিউটার প্রযুক্তিবিদ ও ভাষাবিদের সমন্বয়ে। ▶

এখন আসা যাক বাংলাভাষার কথায়। অন্য একটি নির্দিষ্ট ভাষাকে বাংলায় রূপান্তর করতে প্রথমে ওই ফরমায়েশটি ইউএনএল প্রযুক্তিতে সরবরাহ করতে হবে। সরবরাহ করা লেখা অনুবাদের জন্য এই প্রযুক্তি যারা নিয়ন্ত্রণ করছেন, অর্থাৎ ইউএনএল, তাদের অনুমতি পেতে হবে। তাদের অনুমতি পাওয়ার পরই শুধু ভিন্ন ভাষার বইটি আমাদের ভাষায় প্রয়োজনীয় অনুবাদ করা যাবে। শুরু থেকেই জাতিসংঘের আওতায় এই অনুবাদ প্রকল্পের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়। যেমন– একটি রাষ্ট্র শুধু একটি ভাষাকেই তাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ইউএনএল প্রযুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। আর এই প্রযুক্তিতে সব ভাষা অনুবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি হলো মান ভাষা অর্থাৎ আমি ভাত খাই। রুশ ভাষার এই বাক্যটি প্রথমে অনুবাদ হবে ইংরেজিতে তারপর বাংলায়।

এক কথায় ইউএনএল এমন একটি প্রাযুক্তিক ভাষা, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অন্য শত শত ভাষার সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করতে পারেন নিজ ভাষার মাধ্যমেই। এর স্বাদ আমরা ইতোমধ্যেই পেয়েছি সার্চ ইঞ্জিন জায়ান্ট গুগল ট্রানস্লেটরে। নিজস্ব উদ্যোগেই এরা এখানে অন্তর্ভুক্ত করেছে বাংলাভাষা। কিন্তু বাংলাদেশ আজও এ ইউএনএলের সদস্য না হওয়ায় হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছে বাংলা অনুবাদ।

বছর দুয়েক আগে গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি এ উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। প্রকল্পটিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহায়তা দেয়ার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছিল। তখন আশা করা হয়েছিল, সরকারি সাহায্য পেলে দেড়-দুই বছরের মধ্যে বাংলাভাষাও ইউএনএলের সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করবে। তখন বাংলাভাষার মাধ্যমে অন্যান্য ভাষার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে। কিন্তু বিদায়ী বছরের মাঝামাঝি সে স্বপ্নের কবর রচিত হয়েছে। এ প্রকল্প বন্ধ করে দিয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটি। এ বিষয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির সাথে যোগাযোগ করা হলে বিষয়টি সম্পর্কে কেউই মুখ খুলতে রাজি হননি।

বর্তমানে ইউএনএলভুক্ত ভাষার সদস্যসংখ্যা ১৬৫। কিন্তু বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ ভাষা বাংলা এখনও এর সদস্যপদ নিতে পারেনি। অর্থাৎ সদস্যপদ নেয়ার শর্তাবলী পূরণ করতে পারেনি। এটা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় গ্লানি বলতে হবে। কেননা যে ভাষার জন্য বাংলাদেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, যে ভাষা আন্দোলনের সম্মানে একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বের মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে, সে ভাষা এখনও ইউএনএলের মাধ্যমে বিশ্ব ভাষাগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেনি, সে গ্লানি রাখার জায়গা কোথায়?

হিন্দি ভাষার পাশাপাশি বাংলাকেও প্রযুক্তির আওতায় আনতে চেয়েছিল ভারত, কিন্তু ইউনাইটেড নেশনস ল্যাঙ্গুয়েজ ফাউন্ডেশনের অনুমোদন না পাওয়ায় তা বাতিল হয়ে যায়। পরবর্তী সময় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ বাংলাকে এই প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় অবকাঠামো ও আর্থিক সহযোগিতা দিয়েছে। প্রযুক্তিবিদ ও ভাষাবিদদের সমন্বয়ে এখন একদল গবেষক কাজ করছেন ইউএনএল প্রযুক্তির সাথে কাজ করতে পারে বাংলাভাষার এমন একটি ব্যাকরণ ও অভিধান তৈরির। বাংলাভাষায় মান ভাষার বাইরেও সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা ও রবীন্দ্র-সাহিত্য এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। ইতোমধ্যে ইন্টারনেটে রবীন্দ্র-সাহিত্য ইউনিকোডে রূপান্তর করা হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটির সাথে যোগ দিয়ে এই কাজে সংশ্লিষ্ট হয়েছে কলকাতার সোসাইটি অব ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনোলজি রিসার্চ বা এসএনএলটিআর। কিন্তু বিদায়ী বছরে সেই আশায়ও গুড়েবালি হয়।

তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলার ব্যবহার এবং এজন্য নেয়া সরকারি উদ্যোগ ও কাজের অগ্রগতি নিয়ে হতাশ হতে হলেও ব্যক্তি উদ্যোগে অনেকটা অপরিকল্পিত ও অবৈজ্ঞানিকভাবেই আমরা কিন্তু অনেকদূর এগিয়েছি। প্রযুক্তিতে বাংলাভাষার বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তিতে বাংলাভাষার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার নানামুখী লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন অনেক প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও প্রযুক্তিপ্রেমী ব্যক্তি। এদের গবেষণা ও সাধনা সূত্রে প্রযুক্তিতে বাংলাভাষার ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। বলতে গেলে তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় বছর দুই ধরে ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামে সদস্য হয়েছে বাংলাদেশ। তবে ভাষাবিজ্ঞানী, কমপিউটার বিজ্ঞানী আর অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপারদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে দীর্ঘদিনেও মেশিন ভাষায় 'ৎ' আর 'ব'-ফলাসংশ্লিষ্ট সমস্যা উত্তরণ সম্ভব হয়নি। উইনিকোডে এখনও দেব নাগরি থেকে ধার করা দাড়ি ব্যবহার করছি।

কমপিউটারে বাংলার জয়যাত্রা

সবার আগে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রণ ও লেখালেখির জন্য পূর্ণাঙ্গ সুযোগ সৃষ্টি করে ম্যাকিনটোশ কমপিউটার। কমপিউটারে বাংলা লেখালেখির কাজের হাতেখড়িও হয়েছে এই ম্যাকিনটোশ কমপিউটার দিয়ে। কমপিউটারে বাংলার আনুষ্ঠানিক প্রবেশ ১৯৮৬ সালে শহীদ লিপির মধ্য দিয়ে। এর উদ্ভাবক ছিলেন ড. সাইফ-উদ দোহা শহীদ। এরপর ১৯৮৭ সালে মোস্তাফা জব্বার প্রথম কমপিউটারে বাংলায় কম্পোজ করে তার সাপ্তাহিক পত্রিকা আনন্দপত্র প্রকাশ করেন। এটি প্রকাশ করা হয়েছিল সৈয়দ মাইনুল হাসানের মাইনুললিপি ও কলকাতার একটি প্রতিষ্ঠানের তৈরি বঙ্কিম ফন্ট ব্যবহার করে। পরে ১৯৮৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর সৃষ্টি হয় বিজয় বাংলা সফটওয়্যার। উইন্ডোজেবান্ধব এই সফটওয়্যারটি ধীরে ধীরে অন্যান্য বাংলা লেখার সফটওয়্যার যেমন শহীদলিপি, মাইনুললিপি ও মাহমুদ হোসেন রতনের উদয়নলিপির মতো ফন্টগুলোর জায়গা দখল করে নিতে থাকে।

তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলার ব্যবহার নিয়ে এভাবেই নীরবে অবদান রেখে চলেছেন অনেক গুণীজন। এদের মধ্যে আছেন ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ড. হেমায়েত হোসেন, ড. মুমিত খান, মুহম্মদ শামসুল হক, গোলাম ফারুক আহমেদ, জোয়াত কাজী, রায়হান জামিল, রাইয়ান কবির, সোলাইমান করিম, মেহদী হাসান খান প্রমুখ। বিশেষ করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিপউটার বিজ্ঞান বিভাগ, অনির্বাণ গ্রুপ, প্রশিকাশব্দ, সেইফওয়ার্ক, লেখনীর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কমপিউটার্স ভিলেজ, প্রবর্তন কিবোর্ডের লে-আউট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কমপিউটার্স সার্ভিসেস, ইউনিকোড নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অমিক্রন ল্যাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যবান অবদান রেখেছে।

তাদের কল্যাণেই সম্প্রসারিত হতে থাকে প্রযুক্তিতে বাংলা ব্যবহার। অল্পদিনেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এক কমপিউটার থেকে ফাইল অন্য কমপিউটারে নেয়া ও মেইল করার বিষয়টি। আসকি কোডে বাংলা বর্ণের অনুপস্থিতিতে বিদ্যমান জটিলতা নিরসনে ২০০১ সালে ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম (www.unicode.org) এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডারাইজেশন (www.iso.org)-এর যৌথ প্রয়াসে ইউনিকোড ৩.০ সংস্করণে সংযুক্ত হয় বাংলা ভাষা। পরে ২০০৫ সালে ইউনিকোড ৪.১ সংস্করণটিতে আগের সংস্করণে বাংলা লেখার সমস্যাগুলোর সমাধান করে তা আরও উন্নত করা হয়। এরপর গত বছর সেপ্টেম্বরে যুক্ত হয় ৬.২ সংস্করণ। ইউনিভার্সেল লাইব্রেরি সুবিধা এবং এক লাখ ক্যারেক্টারের সুযোগ থাকায় ১২৮ ক্যারেক্টারের কনভার্ট সফটওয়্যার পদ্ধতির আসকির পরিবর্তে বর্তমানে সব বাংলা সফটওয়্যার ইউনিকোড মানানসই করে বানানো হচ্ছে। অভ্রর পথ ধরে বছর দুয়েক আগে ইউনিকোড সমর্থিত বাংলা সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছে বিজয় বায়ান্ন। তবে ফনেটিক টাইপ সুবিধার কারণে অভ্র এখন দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তরুণদের কাছে। সোলাইমান লিপির মতো বাংলা ফন্ট এখন অভ্রকে নিয়ে আসছে ছাপা সংস্করণেও। তবে কপিরাইট নিয়ে সৃষ্ট বিড়ম্বনায় জড়িয়ে বিদায়ী বছরে অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গেছে 'ভাষা হোক উন্মুক্ত' প্রত্যয় ▸

নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী ডিজিটাল বাংলা অক্ষর নিয়ে কাজ করা দামালেরা। তবে ম্যাক, উইন্ডোজের পাশাপাশি আইপ্যাডের জন্য আইওএস অপারেটিং সিস্টেম সমর্থিত বাংলা সফট এ বছরের ২১ ফেব্রুয়ারিতে অবমুক্তির কথাও শোনা যাচ্ছে। সম্প্রতি মোবাইল ও ট্যাবলেট পিসিতে ব্যবহার হওয়া অ্যান্ড্রয়িড অপারেটিং সিস্টেম সমর্থিত মায়াবী নামেও একটি সফটওয়্যার উদ্ভাবন করা হয়েছে। গুগল প্লে-স্টোরে রয়েছে এর তিনটি সংস্করণ। ইতোমধ্যেই এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করা হয়েছে দেড় হাজারের অধিক ডিভাইস থেকে। একই ধরনের বাংলা কিবোর্ড রয়েছে নোকিয়ার অভি স্টোরে। পানিনি কিবোর্ড নামের এই বাংলা সফটওয়্যারটির ৩.১ সংস্করণ ব্যবহার করছেন অনেকেই।

নিরন্তর গবেষণায় সিআরবিএলপি

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধীনে প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর রিসার্চ অন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (সিআরবিএলপি) নামের গবেষণা কেন্দ্রে কমপিউটারে বাংলাভাষা প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। সিআরবিএলপি গবেষণা কেন্দ্রের প্রকল্প হাতে নেয়া হয় ২০০৪ সালে এবং ২০০৫ সাল থেকে এর কাজ শুরু হয়। এ গবেষণাকর্মে আর্থিকভাবে সাহায্য করছে কানাডীয় সাহায্য সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ করপোরেশন তথা আইডিআরসি।

সিআরবিএলপি গবেষণায় বেশ কিছু সফটওয়্যার নিয়ে কাজ হয়েছে ও হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলা প্যাড টেক্সট এডিটর, ওসিআর, স্পেল চেকার, ইংলিশ টু বেঙ্গলি ট্রান্সলিটারেশন, বাংলা মরফোলজিক্যাল অ্যানালাইজার, ফন্ট কনভার্টার (ট্রু টাইপ টু ইউনিকোড), বাংলা গ্রামারস চেকার, স্পিচ টু টেক্সট কনভার্টার, টেক্সট টু স্পিচ কনভার্টার, বাংলা টেক্সট ক্যাটাগরাইজেশন, বাংলা প্রোনাউনসিয়েশন জেনারেটর, বাংলা টেক্সট সামারাইজেশন, বাংলা প্রথম আলো করপাস (লিপি) অ্যানালাইসিস, বাংলা ডিকশনারি, বাংলা সিনট্যাকটিক স্পিচ, বাংলা পার্টস অব স্পিচ স্ট্যাগিং ও বাংলা স্টিমিং ইত্যাদি।

এর স্বপ্নদ্রষ্টা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সিএসই বিভাগের প্রধান ড. মুমিত খান। সিআরবিএলপির টেক্সট টু স্পিচ, ওসিআর, বাংলা স্পেলচেক, ইউনিকোড বাংলা কনভার্টার, ইংলিশ টু বাংলা ও বাংলা টু ইংলিশ টকিং ডিকশনারি প্রভৃতি গবেষণা ইতোমধ্যে সফল হয়েছে।

কমপিউটারসহ অন্যান্য প্রযুক্তি ডিভাইসে বাংলা প্রচলন গবেষণার এই প্রকল্পে প্রফেসর মুমিত খানের সাথে কাজ করছেন একঝাঁক তরুণ গবেষক। সাথে রয়েছেন তারই ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীরা। রয়েছেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার মতিন সাদ আবদুল্লাহ, ভাষাতাত্ত্বিক কামরুল হাসান পিন্টু ও দিল আফরোজ নীলা, রিসার্চ প্রোগ্রামার ফিরোজ আলম, এসএম মুর্তজা হাবিব, রাবিয়া সুলতানা উম্মি এবং শাম্মুর আবছার চৌধুরী, মাহবুবুজ্জামান, খন্দকার নাঈম, প্রেমা নিয়োগী, রাইসা নাজরানা প্রমুখ।

সর্বশেষ ২০১০ সালে সংস্থাটি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য বাংলায় টেক্সট টু স্পিচ সফটওয়্যার ডেভেলপ করে। ওই বছরের ২ সেপ্টেম্বর এটি আত্মপ্রকাশ করে প্রথম আলো শ্রুতি নামে। এই ক্লাবের সদস্যরা সর্বশেষ উদ্ভাবন করেছেন অ্যান্ড্রয়িড ২.২ অপারেটিং সিস্টেমে বাংলা লেখা দেখার বিশেষ সফটওয়্যার। এর আগে ২০০৬ সালের ২৮ ডিসেম্বর এটি বাজারে চালু করা হয়েছিল। বাংলা ওসিআর ডেভেলপমেন্ট টিমে আছেন মো: আবুল হাসনাত, এসএম মর্তুজা হাবিব এবং ড. মুমিত খান। ড. মুমিত খান গত বছর গবেষণা কাজে কানাডায় চলে যাওয়ার পর প্রকল্পগুলোর কাজ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গেছে।

গুগলে বাংলাভাষা

সাম্প্রতিক সময়ে ভাষা নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে সার্চ ইঞ্জিন জায়ান্ট গুগল। ২০১১ সালের ২৩ জুন গুগল ট্রান্সলেটরে যুক্ত করা হয় বাংলা অনুবাদ সুবিধা। তবে পর্যাপ্ত শব্দার্থ পরিসংখ্যান এবং ব্যাকরণ কৌশল সুবিধা না থাকায় এর অনুবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না কেউই। তারপরও গুগলের এই উদ্যোগ আশান্বিত করেছে। গুগলকে এ কাজে সাহায্য করতে যৌথভাবে কাজ করছে প্রথম আলো এবং

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সিআরবিএলপি। ইউএনএল স্বপ্নভঙ্গ হলেও ওয়ার্ড নেট নিয়ে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি। ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের বিপুলসংখ্যক ডাটা প্রতিষ্ঠানটিকে সরবরাহ করার বিষয়ে কাজ করছে এরা।

বাংলায় ভিসতা, এক্সপি, উইন্ডোজ ও অফিস

ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, সংস্কৃতি নির্বিশেষে সব মহলের মানুষের জন্য কমপিউটার ব্যবহারকে আরও সহজ ও অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্য কাজ করছে মাইক্রোসফট। এজন্য এরা নিজস্ব ও আঞ্চলিক সরকারি কর্মীদের সাহায্যে একটি ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাক উন্নয়ন করার উদ্যোগ নেয়। সেই উদ্যোগ সফল হওয়ায় আজ

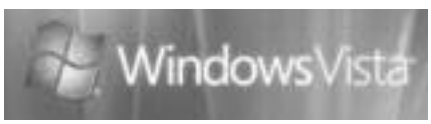

উইন্ডোজ ভিসতা, এক্সপি ও অফিস মাইক্রোসফট সবই বাংলা সমর্থন করে। বাংলাদেশ কমপিউটার্স কাউন্সিল এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় এই সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় মাইক্রোসফট।

লিনআক্সে একেবারে গোড়ার দিকে বাংলা ভাষার সফল প্রয়োগ করা গেলেও অন্যান্য কোম্পানির অপারেটিং সিস্টেম, যেমন মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ এক্সপিতে বাংলাভাষার স্থান করে দিতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে বাঙালি ডেভেলপারদের। একে তো ছিল ইউনিকোডের ঝামেলা; তার ওপর বিভিন্নজনের বিভিন্ন মত। জনপ্রিয় এই অপারেটিং সিস্টেমদ্বয়ে সফলভাবে বাংলা স্থাপন শেষে আরও একটি জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম ইউনিকোড বাংলার ব্যবহার থেকে বাদ পড়ে যায়। আর সেটি হচ্ছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেসে স্থানান্তরিত হওয়া অপারেটিং সিস্টেম অ্যাপলের ম্যাকিনটোশ। কিন্তু সেই স্বপ্নও এখন সফল হয়েছে। আর সেই স্বপ্ন রূপান্তরে ভূমিকা রেখেছেন একুশে ডটঅর্গ এবং রাইয়ান কবির।

মোবাইল ফোনে বাংলায় ফেসবুক

বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা বর্তমানে ২৩ কোটি ৫০ লাখ। সংখ্যার দিক দিয়ে একটি বড়

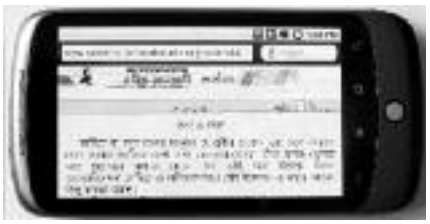

অংশের মানুষের মুখের ভাষা বাংলা। বাংলাদেশসহ ভারতের কলকাতায় বিপুলসংখ্যক লোক এখন প্রযুক্তির সুবিধা পাচ্ছে এবং দিন দিন সেই সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যাও কম নয়। বর্তমানে বাংলাদেশের ২৫ লাখ ৪৫ হাজারসহ কলকাতায় বিপুলসংখ্যক লোক ফেসবুক ব্যবহার করেন মোবাইল ফোনে।

গত বছরের ৩ এপ্রিল থেকে মোবাইলে বাংলাসহ সাতটি ভারতীয় ভাষায় ফেসবুক ব্যবহারের সুবিধা চালুর ঘোষণা দেয় ফেসবুক কর্তৃপক্ষ। এরপর থেকে 'ফেসবুক ফর এভরি ফোন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন' ব্যবহার করে বাংলা, মারাঠি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, তামিল, কানাড়া, মালয়ালম ও হিন্দি ভাষায় ফেসবুক ব্যবহার করতে পারছেন ফেসবুক ব্যবহারকারীরা।

ফেসবুকের কর্মকর্তা কেভিন ডিসুজা জানিয়েছেন, বাংলাভাষীসহ বাংলাদেশ ও ভারতের সাতটি ভাষায় এখন থেকে ফেসবুকে এই সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে দুই দেশের পাঁচ কোটিরও বেশি নাগরিক তাদের নিজেদের ভাষায় ফেসবুক ব্যবহার করতে পারছেন। জাভা সমর্থিত মোবাইল ফোনে ব্যবহারের উপযোগী 'ফেসবুক ফর এভরি ফোন মোবাইল' অ্যাপ্লিকেশনটি ২০১১ সালের জুন মাসে চালু করা হয়।

আসছে উইকিমিডিয়া

উইকিপিডিয়া (www.wikipedia.org) হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিশ্বকোষ। এই উইকিপিডিয়াকে বাংলা করার কাজ শুরু হয়েছিল ২০০৪ সাল থেকে। মুনির হাসানের উৎসাহে বিডিওএসএনের অধীনে বাংলা উইকি নামে সংগঠন গঠন করা হয় ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে। উইকি বাংলা ব্যবহারের জনসচেতনতা বাড়ানোর প্রয়াসে নিরলসভাবে কাজ করছে এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি। ▸

ইতোমধ্যেই শতাধিক খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে একটি দীর্ঘ সঙ্কলন এখানে উপস্থাপন করেছে নুরুন্নবী হাসিব। ভাষার মাসেই আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হতে যাচ্ছে বাংলায় মুক্ত বিশ্বকোষ উইকিমিডিয়া।

এই একুশের তিন উপহার

প্রযুক্তিকর্মীদের গবেষণার কাজে বিদেশে যাওয়া এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি স্বেচ্ছায় নিজ উদ্যোগে প্রযুক্তিতে বাংলা প্রয়োগবান্ধব প্রকল্পগুলো তাই মাঝে মাঝেই হারিয়ে ফেলে সমান্তরাল গতি। তাই প্রযুক্তিতে বাংলাবান্ধব উদ্যোগ নেয়া তেমন কোনো নতুন সেবার ফলাফল প্রাপ্তি সম্প্রতি শ্লথ হয়ে এসেছে। তারপরও এই বন্ধ্যাবস্থার মধ্যে ভাষা দিবসে অবমুক্ত হতে যাচ্ছে তিনটি নতুন অ্যাপ্লিকেশন। এর একটি আনছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ইউএনডিপির কারিগরি সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)। অপর দুটির মধ্যে প্রথমটি আনছে 'বিজয়'খ্যাত মোস্তাফা জব্বার এবং অন্যটি আনছে অফশোর আইটি আউট সোর্সিং কোম্পানি কোড রেঞ্জারস এলএলসির দুই বন্ধু শামীম আহমেদ ও দীপু জামান।

আমার বর্ণমালা

বাংলা একাডেমীর নেতৃত্বে দেশে প্রথমবারের মতো সরকারি উদ্যোগে ইউনিকোড সুবিধাসংবলিত নতুন বাংলা ফন্ট 'আমার বর্ণমালা' তৈরি ও বিনামূল্যে বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন। অমর একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পরপর ল্যাপটপে ক্লিক করে 'আমার বর্ণমালা' উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

'আমার বর্ণমালা' ডিজাইন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফিক্স ডিজাইন বিভাগ। এতে আছে তিনটি ভিন্ন ডিজাইনের বর্ণ। এর মধ্যে প্রথম দুটি ছাপা ফন্টের এবং অন্যটি হাতে লেখার আদলে তৈরি। এরই মধ্যে দুটি ফন্ট নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খুব শিগগিরই তৃতীয় ফন্টটি ডিজাইনের উদ্দেশ্যে সাধারণ ব্যবহারকারীদের মতামতের জন্য ওয়েবসাইট ও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমে ছাড়া হবে বলে জানিয়েছে এটুআই মুখপাত্র হাসান বেনাউল।

তিনি জানান, ফন্ট তৈরি ও প্রমিতকরণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ড. শামসুজ্জামান খান ও ফন্ট বিশেষজ্ঞ জামিল চৌধুরী। এ ছাড়া ফন্টের নান্দনিক বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নাইমা হক ও একই বিভাগের শিক্ষক মাকসুদুর রহমান। সরকারের সব সেবাকে ই-সেবায় রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রায় ইউনিকোড সুবিধার প্রমিত বাংলা ফন্ট তৈরির এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম প্রকল্প পরিচালক কবীর বিন আনোয়ার। তিনি বলেন, ২৪ হাজার সরকারি অফিসের ওয়েবসাইট নির্মাণের পাশাপাশি মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও সরকারি সেবা নিশ্চিতের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অ্যান্ড্রয়িড বিজয়

এই একুশেই স্মার্টফোনে বাংলা লেখার উপযোগী নতুন একটি অ্যাপ্লিকেশন উপহার দিচ্ছেন প্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার। অ্যাপ্লিকেশনটির নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। অ্যাপ্লিকেশনটি আইসক্রিম স্যান্ডউইচ ৪.০ এবং এর পরের যেকোনো সংস্করণে কাজ করবে। খুব সাদামাটাভাবে ২১ ফেব্রুয়ারি অ্যাপ্লিকেশনটি বাজারে ছাড়ার প্রস্তুতি চলছে। বাংলা সফটওয়্যার বিজয় সিরিজের এই অ্যাপ্লিকেশনটির নাম 'একুশে অ্যান্ড্রয়িড' বা 'অ্যান্ড্রয়িড ৭১' যেকোনো একটি হতে পারে বলে জানিয়েছেন মোস্তাফা জব্বার। তিনি জানিয়েছেন, আপাতত অ্যাপ্লিকেশনটি মোবাইল ডিভাইসে ইনক্রিপ্ট করে দেয়া হবে। আর অ্যাপ্লিকেশনটির সাথে জুড়ে দেয়া হবে একাধিক শিক্ষাবান্ধব সফটওয়্যার এবং ই-বুক। আলাপকালে এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে কিংবা পয়লা বৈশাখে বিজয় ট্যাব অবমুক্তির কথা জানান আনন্দ কমপিউটার্সের এই স্বত্বাধিকারী।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মোবাইল ও ট্যাবলেট পিসিতে ব্যবহৃত অ্যান্ড্রয়িড অপারেটিং সিস্টেম সমর্থিত মায়াবী নামেও একটি সফটওয়্যার উদ্ভাবন করা হয়েছে। গুগল প্লে-স্টোরে রয়েছে এর তিনটি সংস্করণ। ইতোমধ্যেই এ অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা হয়েছে দেড় হাজারের অধিক ডিভাইস থেকে। একই ধরনের বাংলা কিবোর্ড রয়েছে নোকিয়ার অভি স্টোরে। পানিনি কিবোর্ড নামের এই বাংলা সফটওয়্যারটির ৩.১ সংস্করণ ব্যবহার করছেন অনেকেই।

ভাষা দিবসে বাংলাভাই

একুশের নতুন ভোরেই আলো ছড়াতে যাচ্ছে 'অভ্র সফটওয়্যার' ছাড়াই ফেসবুকে বাংলা লেখার জন্য তৈরি 'বাংলাভাই' নামের নতুন একটি অ্যাপ্লিকেশন। এটি ডেভেলপ হয়েছে অফশোর আইটি আউটসোর্সিং কোম্পানি কোড রেঞ্জারস এলএলসি থেকে। ফনেটিক বাংলার এই অ্যাপসটি ডেভলপ করেছে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বন্ধু শামীম আহমেদ ও দীপু জামান। ফেসবুকের facebook.com/CodeRangers?group_id=0 লিঙ্ক থেকে এ অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করা যায়।

এটি সম্পর্কে ইউএসএ গবেষণারত দীপু জামান জানান, যেকোনো পিসি থেকে এটি দিয়ে বাংলা লেখা যাবে। যদিও এই মুহূর্তে এটি শুধু পিসি এবং ম্যাক থেকে ব্যবহার করা যাচ্ছে। অ্যান্ড্রয়িড ফন্ট ঠিকমতো দেখায় না আর আইফোনের ওপর এখনও কাজ চলছে। এটি আপাতত শুধু ফেসবুকের জন্য। কেউ চাইলে এটিকে নোটপ্যাড বানিয়ে বাংলা লেখার কাজটা সেরে নিতে পারেন। তারপর জায়গামতো পেস্ট করে দিতে পারেন। যেকোনো পিসি থেকে এটি দিয়ে বাংলা টাইপ করা যাবে। অভ্র বা বিজয়ের মতো কোনো বাংলা সফটওয়্যার দরকার নেই। আর শামীম রহমান জানিয়েছেন, ইতোমধ্যেই অ্যাপ্লিকেশনটি ২০০ জনের বেশি লোক পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করেছেন। আশা করা হচ্ছে, একুশে ফেব্রুয়ারিতে এর অ্যান্ড্রয়িড সংস্করণসহ পুরোপুরি রিলিজ করে দিতে পারব। কজ

ফিডব্যাক : netdut@gmail.com

আমার বর্ণমালা, দুঃখিনী বর্ণমালা

(২৮ পৃষ্ঠার পর)

যাবত, অন্তত ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে অসাধারণ ডিজিটাল ফন্ট আমরা ব্যবহার করে আসছি এবং সরকারের আরেকটি ফন্ট আসলে ব্যবহার বা তৈরি করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যে জায়গাটিতে প্রয়োজন ছিল সেটি হচ্ছে, ডিজিটাল যন্ত্রে বাংলা ব্যবহার করার অনেক কাজ বাকি আছে। এই চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে আছে বাংলা ব্যাকরণ। যার মধ্যে বানান শুদ্ধ করার প্রক্রিয়াসহ ব্যাকরণ শুদ্ধ করার প্রক্রিয়া থাকতে পারত। একই সাথে আমরা এখন যে চ্যালেঞ্জ সবচেয়ে বেশি মোকাবেলা করছি তা হচ্ছে অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার পাওয়া। যেসব মুদ্রিত পাঠ্য বিষয় আছে সেগুলোকে টাইপ করে ডাটা এন্ট্রি না করে স্ক্যান করে ওসিআর দিয়ে যদি এটাকে পাঠযোগ্য অথবা সম্পাদনাযোগ্য করতে পারি তবে সেটি আমাদের জন্য একটি বড় ঘটনা হতে পারত। এছাড়া বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসছে আমরা টেক্সটকে স্পিচে রূপান্তর করতে পারি কি না।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ কাজগুলোর কোনোটিই সফল হয়নি। বেসরকারি খাত এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, এর বাণিজ্যিক ভিত্তি মূলত নেই। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে এটি একটি পাইরেসিকবলিত দেশ। সুতরাং এখানে নতুন কোনো কিছু তৈরি করে সেখান থেকে যে উন্নয়ন ব্যয় তুলে আনা যাবে এটি প্রায় দুরূহ কাজ। ফলে এসব খাতে ব্যক্তি খাত থেকে ইনভেস্ট করার সম্ভাবনা তেমন নেই। সরকারি খাত থেকে উদ্যোগ নেয়া সম্ভব ছিল। বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে চেষ্টা করেছিলাম এই উদ্যোগগুলো নেয়া যায় কি না। কিন্তু এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরও প্রায় চার বছর ধরে নানা ধরনের অজুহাত তৈরি করে প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়নি। বেসরকারি সংস্থা হিসেবে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি উদ্যোগ নিয়েছিল একটি বিদেশি অনুদান দিয়ে। কিন্তু তারাও কাজটি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছে। যারা ওপেন সোর্সের কাজ করেন তারাও এ ধরনের কাজগুলোকে সামনে নিয়ে যায়নি। কারণ শখ করে এ কাজগুলো করা সম্ভব নয়। এজন্য পেশাদারিত্ব প্রয়োজন আছে। সুতরাং সার্বিকভাবে যদি বলা হয়, তাহলে আমি এ কথাটি বলব, আসলে আমাদের আরেকটি বাংলা হরফমালা তৈরি করার চেয়ে বাংলা ভাষার উন্নয়নের জন্য ব্যাকরণ, বানান শুদ্ধিকরণ, টেক্সট টু স্পিচ, স্পিচ টু টেক্সট, অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার এই কাজগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত। আমি অনুরোধ করব, ইউএনডিপি বা এটুআই কিংবা কমপিউটার কাউন্সিল অথবা সরকারের অন্য কোনো সংস্থা যদি এ বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেয় তাহলে আমাদের এই দুঃখিনী বর্ণমালা অনেক বেশি খুশি হবে।

আমি খুব খুশি হতাম, সামনের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে যদি আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর হাতে স্পেল চেকার অথবা গ্রামার চেকার অথবা একটি অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার অথবা টেক্সট টু স্পিচ বা স্পিচ টু টেক্সট ধরনের কোনো সফটওয়্যার উদ্বোধন হতে দেখতাম। আমার ধারণা, আমাদের এই প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার নয় কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com